CBCS B.A. HONS -POLITICAL SCIENCE

SEM-VI : DSE3T: Citizenship in a Globalizing World
TOPIC: I. Classical Conceptions of Citizenship
নাগরিকতার ধ্রুপদী ধারণা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

নাগরিকতার ধ্রুপদী ধারণা : ঐতিহাসিক বিকাশ

নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্ণয়ের সমস্যা, একটি রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে বহুমাত্রিকতা এবং সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক দিকগুলি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা দুই। শব্দগত অর্থ (etymological leaning) হিসেবে লাতিন civis এবং তার গ্রীক প্রতিশব্দ polites থেকেই citizen কথটি এসেছে, আক্ষরিক ভাবে যার অর্থ হল city polis এর সদস্যপদ। রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টিই এখানে মূল প্রেরণা হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তী সময়ে অধিকার-চেতনার বিষয়টি এর সঙ্গে অনিবার্য ভাবে যুক্ত হয়ে পরে।

বস্তুতঃপক্ষে, ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)-এর সময়কাল থেকেই নাগরিকতার সঙ্গে সমানাধিকারের যোগসূত্রটি কমবেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা জন্মগত বিশেষাধিকারের ধরনার অস্বীকৃতিকে পরিস্ফুট করে তোলে। বলাবাহুল্য যে, উদারনীতিবাদী রাষ্ট্র-ধারণার পথ বেয়ে আবার নাগরিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে ‘অধিকার-সমন্বিত ব্যক্তি-সত্তার ধারণ (Concept of rights-bearing individual), যেখানে অস্বীকৃত হয়েছে জাতি-ধন-লিঙ্গ ইত্যাদির ভেদাভেদ। অবশ্য তত্ত্বগতভাবে সবরকমের ভেদাভেদ অস্বীকৃত হলেও বাস্তব পরিস্থিতি বোধ করি ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নতর এবং জটিল। কালপ্রবাহে তাই সমতার দান বিশেষ ব্যঞ্জনা পেয়েছে এবং নানা রূপে তা নিজেকে উপস্থাপিত করেছে।

১৯৮০'র দশক থেকে আবার সোভিয়েত ব্যবস্থায় ভাঙন, বিশ্বায়ন (globalisation) এবং বহুসংস্কৃতিবাদ ইত্যাদি নানাবিধ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তা উত্তর-ঔপনিবেশিকতা (post-colonialism), উত্তর-আধুনিকতা (post-modernism) ইত্যাদি নানা সাম্প্রতিক তাত্ত্বিক প্রকরণের সঙ্গেও সমন্বিত হয়ে পড়েছে।

এভাবে, ইতিহাসগত ভাবে ‘নাগরিকতা’-র ধারনার বিকাশে চারটি কালপর্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেগুলি যথাক্রমে : ক) গ্রীক ও রোমান যুগ (খ্রষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে যার শুরু); খ) মধ্যযুগের শেষ থেকে আধুনিক যুগের সূচনা পর্ব (যা ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত); গ) উনবিংশ শতকে উদারনীতিবাদী ধ্যান-ধারণার প্রসার থেকে বিংশ শতাব্দীতে তার ব্যাপ্তির কাল; এবং ঘ)

বিংশ শতাব্দীতে পরিচিতি সত্তাগত রাজনীতির বিকাশ এবং তার সূত্র ধরে গোষ্ঠীগত অধিকার -এর ধারনার উদ্ভব এবং সাম্প্রতিক কালে তার বিকাশ।

ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় 'নাগরিকতা'-র তাত্ত্বিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় উঠে এসেছে পৌর-সাধারণতন্ত্রবাদ (Civic republicanism)-এর ধারণা, যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (Political participation), জনকল্যাণ (Public welfare), পৌর মূল্যবোধ (Civic virtues) ইত্যাদি বিষয়সমূহ। অপরপক্ষে, উদারনীতিবাদী (liberal) নাগরিকতার তত্ত্বে জোরটা পড়েছে ব্যক্তির অধিকার (individual rights) তথা ব্যক্তিস্বার্থ (private interest)- এর উপর।

নাগরিকতার ধ্রুপদী ধারণা – গ্রীক ও রোমান যুগ

গ্রীক প্রজাতন্ত্র (Greek republics) বা 'নগর রাষ্ট্র' (City States) থেকেই সাধারণভাবে নাগরিকতার আলোচনা শুরু হয়ে থাকে। নাগরিক' বলতে এখানে কেবলমাত্র 'নগরের অধিবাসী'-দেরই না বুঝিয়ে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশীদারিত্বের নিরিখেই তাদের গুরুত্ব নির্ধারিত হোত। সেই অর্থে, নাগরিকতা সম্পর্কে পৌর-শাসনতন্ত্রী (civic republican) ধারণারও সূতিকাগার হিসেবে গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলির কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হলেও তার দুই অংশ এথেন্স ও স্পার্টার শাসন ব্যবস্থা পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এথেন্সের শাসন কাঠামোকে যদি 'গণতান্ত্রিক' বলা হয়; স্পার্টার শাসন ব্যবস্থাকে 'স্বৈরতান্ত্রিক' বলা যেতে পারে। এতসত্ত্বেও জনপরিষেবা (public services) এবং পুর-কর্তব্য (civic duties)-এর নিরিখে উভয় ব্যবস্থাতেই নাগরিকতা সম্পর্কে এই চিরায়ত ধারণা (classical concept)-র সূত্রটি নিহিত ছিল। এথেন্সের ক্ষেত্রে সরকারী কাজকর্মে নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, স্পার্টার ক্ষেত্রে তা যেন নাগরিক বাহিনী-র পবিত্র কর্তব্য হিসেবে গণ্য হোত। অ্যারিস্টটলের নাগরিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় 'আদর্শ নাগরিকতার' ধারণায় এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

এ-ভাবেই গ্রীক প্রজাতন্ত্র বা নগররাষ্ট্র-এ নাগরিকতাকে মানবপ্রকৃতির বিকাশধারায় উদ্ভূত স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফল হিসেবেই গণ্য করা হোত। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এথেন্স ও স্পার্টার নগর রাষ্ট্র গুলি ছিল ক্ষুদ্র জনসংখ্যাবিশিষ্ট এমন সব রাজনৈতিক এক-যেগুলি অনেক বেশি দৃঢ়-সংঘবদ্ধ এবং যেখানে সামাজিক বিভাজনও তেমন প্রকট নয়। প্রজাতন্ত্রগুলি অনেকটাই পারস্পরিক পরিচিতি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের এক-একটি রাজনৈতিক সমাজ

গড়ে তোলায় প্রয়াসী ছিল। নাগরিকতার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যারিস্টটলের বিকাশশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের লক্ষ্য অনুসরণেই যেন এগুলি সংগঠিত হয়েছিল। যেমন:

- জনজীবনে অংশগ্রহণই ছিল নাগরিকতার মূল প্রেরণা।
- শাসক ও শাসিতের অবস্থান এখানে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত।
- যেহেতু সক্রিয়তার প্রশ্নটি এখানে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত, যেহেতু রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তার প্রশ্নটি এখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই নাগরিকতার প্রশ্নটি সেখানে সক্ষমতা (capacity)-র নিরিখে সীমায়িত।
- সেই বিচারে নারী, শিশু, ক্রীতদাস, বিদেশীদের জন্য তা স্বীকৃত নয়।

রোমের শাসনব্যবস্থায় নাগরিকতা সম্পর্কে এই গ্রীক-ধারণা-র গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাস্তব পরিস্থিতিগত পার্থক্য থেকে উদ্ভূত প্রয়োজনবোধের প্রশ্নটি এখানে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবেই এক সুবিশাল ও বহুত্ববাদী সাম্রাজ্যের ঐক্যবিধান এখানে জরুরী ছিল। অবশ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বৃহদাকার জনগোষ্ঠীর সংহতি বিধানের পাশাপাশি রোমে নাগরিকতার স্তর বিন্যাসের উদ্যোগটিও লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল নাগরিকতার আইনগত স্বীকৃতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট অধিকারগত প্রশ্নগুলি। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের 'গ্রীক ঐতিহ্য'-এর তুলনায় নাগরিক অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি এবং আইন-কর্তৃক সকলের 'সমভাবে সংরক্ষণ' (equal protection) এর প্রশ্নটি এখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গত এই যে নাগরিক অধিকার এ ক্ষেত্রেও সর্বজনীন নয়। একদিকে যেমন অ-রোমান বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিয়ে এক ধরনের অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) নীতি এখানে গৃহীত হয়েছিল, তেমনই আবার নাগরিকতার সুন্যাসের মাধ্যমে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' (second class citizen) করে রাখা হয়েছিল, নাগরিক হলেও ভোটদানের অধিকারী ছিলেন না। তার অর্থ এই যে, আইনগত ভাবে তারা নাগরিক হলেও রাজনৈতিক অর্থে তা নন। এভাবেই বোধ করি নিষ্ক্রিয় নাগরিকতার ধারণাটি আইনী স্বীকৃতি লাভ করে। রোমে নারীজাতি ও নিম্নবর্তের জন্য নাগরিকতার স্বীকৃতি ছিল না। তবে, নাগরিকদের পৌর বৈশিষ্ট্যসমূহ (civic virtues) অনুশীলনের উপর এখানে গুরুত্ব আরোপিত হোত।